بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-০৭/০৯ | রবিবার, ৯ রজব, ১৪৩৯ হিজরী | ২৫/০৩/২০১৮ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জনগণকে পাহাড়সম দুর্নীতি এবং চরম অর্থনৈতিক বৈষম্যে নিষ্পিষ্ট রেখে বাংলাদেশকে "উন্নয়নশীল দেশের" স্বীকৃতি প্রদান নিয়ে নির্লজ্জ শাসকগোষ্ঠীর ব্যাপক উদ্‌যাপন স্পষ্টতই একটি প্রতারণা

২১ শে মার্চ, ২০১৮, বর্তমান সরকার জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (CDP) কর্তৃক বাংলাদেশকে "উন্নয়নশীল দেশ" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে, এবং এই স্বীকৃতিকে উদ্‌যাপনের পাশাপাশি আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে ভোটের প্রস্তুতি হিসেবে বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করে। তথাকথিত এই ঐতিহাসিক অর্জন (!) উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে যখন সরকারের তথাকথিত সফলতার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে তখন দেশের জনগণ এই সাফল্যগাঁথার মাঝে নিজেদের অবস্থান খুঁজে পেতে দিশেহারা বোধ করছে। কারণ, বাস্তবতা হচ্ছে এখনও আনুমানিক ৬ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ (দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৮ শতাংশ) দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে, যার মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশের অবস্থান চরম দারিদ্র সীমার নীচে।

বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ধারাবাহিক অবনতির চিত্র এটাই প্রমাণ করে যে, উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভের প্রেক্ষাপটে সরকারের এই ব্যাপক প্রচারণা নির্বাচনী কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং এই প্রহসনমূলক উৎসব নিয়ে সাধারণ জনগণের বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই, বরং সরকারী কর্মচারী, পেশাজীবী এবং শিক্ষার্থীদেরকে সরকার কর্তৃক আয়োজিত এই র‍্যালিতে যোগদানে বাধ্য করা হয়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির কারণে যখন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় তাদের জীবনকে দিনকে দিন দুর্বিসহ করে তুলছে, তখন BAPEX-কে (বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানী) শক্তিশালী করার পরিবর্তে কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল এই সরকার যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক Excelerate Energy-এর মতো উপনিবেশবাদী কোম্পানীসমূহকে আমাদের গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন ও উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, যা অচিরেই আরেক দফা মূল্যবৃদ্ধির কারণ হবে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা প্রভাবশালী খুঁটির জোর না থাকায় যখন বাংলাদেশের ৩০ লক্ষাধিক তরুণ কর্মহীন এবং চূড়ান্তভাবে হতাশ (দি ডেইলি স্টার, ২৮মে, ২০১৭), এবং যখন সমগ্র দেশ ঘুষ, দুর্নীতি, জালিয়াতি ও চোরাকারবারী দ্বারা জর্জরিত, তখন দেশের মানুষ কিভাবে সরকারের এই প্রতারণাপূর্ণ দাবি শুনে আনন্দে উল্লসিত হবে?! বরং কিছু দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদকে ব্যাংক থেকে জনগণের অর্থ লুটপাটের পথ সুগম করে দেয়ার কারণে সরকারের প্রতি জনগণ একই সাথে প্রচন্ড ক্ষোভ ও অসহায়ত্ব অনুভব করছে। ২০১২ সালে হলমার্ক গ্রুপ কর্তৃক সোনালী ব্যাংকের ৩৬০০ কোটি টাকা জালিয়াতির ঘটনায় এবং বেসিক ব্যাংক কর্তৃক ২০১০-২০১৩ সালে ৫০০০ কোটি টাকা ঋণ প্রতারণার কেলেঙ্কারিতে লজ্জিত না হয়ে এই সরকার এসব লুটেরাদের রক্ষার জন্য ব্যাংকগুলোকে অনৈতিক ভর্তুকি প্রদান করে চলেছে। উপরন্তু, অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত চলতি অর্থবছরে এই খাতে ২০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, যাতে কষ্ট করে ব্যাংকের অর্থ আত্মসাতকারী এসব "সম্মানিত উদ্যোক্তাদের" ঋণ পরিশোধে সহায়তা দেয়া যায়, যা দেশের মানুষের সাথে পরিহাস করারই নামান্তর। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে সরকার জনগণের অর্থ আত্মসাতে সহযোগিতা করছে, এবং সাম্প্রতিক সময়ে ফারমার্স ব্যাংক ও এন.আর.বি. কমার্শিয়াল ব্যাংকের আর্থিক বিপর্যয়ের ঘটনা সরকার সমর্থিত দুর্নীতির দুটি আদর্শ উদাহরণ, যার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীকে সম্পদশালী করা হয়েছে – পুঁজিবাদী দুর্নীতির এ এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সরকার জনগণের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থের উপর ব্যাপক হারে ভ্যাট ও করের বোঝা চাপিয়ে সাধারণ মানুষকে নিংড়ে এসব তথাকথিত "উদ্যোক্তাদেরকে" মোটাতাজা করার নিষ্ঠুর প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এবং এই সুদূরপ্রসারী দুর্নীতি ও ব্যর্থতাকে আড়াল করার জন্যই ক্ষমতাসীন হাসিনা সরকার বাংলাদেশকে "উন্নয়নশীল দেশ" হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের ঘটনাকে বিশালাকারে উদ্‌যাপন করেছে।

এছাড়াও জাতিসংঘের এই স্বীকৃতি বিভ্রান্তিকর, কারণ সাধারণ মানুষ যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে দিনাতিপাত করছে তা এটি প্রকাশ করে না। মাথাপিছু আয়ের সূচক উপরের দিকে উঠেছে, এর অর্থ এটা নয় যে, সাধারণ মানুষ আগের চেয়ে অধিক উপার্জন করছে, বরং অস্বাভাবিক দুর্নীতির মাধ্যমে রাতারাতি কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যাওয়া কিছু সুবিধাভোগী আওয়ামী নেতা ও ব্যবসায়ীর কারণে মাথাপিছু আয় সূচকের এই উর্ধ্বগতি। জাতিসংঘের এই স্বীকৃতি কেবল কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা আমাদের দেশকে নিয়ন্ত্রণের আরেকটি হাতিয়ার মাত্র। এখন তারা আমাদের জন্য নিত্যনতুন লক্ষ্য এবং অগ্রাধিকারসমূহ স্থির করে দেবে, নতুন চ্যালেঞ্জ ও সমস্যার দিকে ধাবিত করবে, এবং সেসব সমস্যার সমাধানে তাদের নীতিসমূহ বাস্তবায়নে চাপ দিবে। কিন্তু, আমরা জানি এসব নীতিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের না বরং কেবল তাদের স্বার্থই সংরক্ষিত হবে।

সুতরাং, নির্লজ্জ ও প্রতারক শাসকগোষ্ঠীর পক্ষেই কেবলমাত্র এধরণের বিভ্রান্তিকর স্বীকৃতিকে সফলতা হিসেবে চিত্রায়িত করা সম্ভব! প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে জনগণের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি, বরং বিশ্ব অর্থনীতির চলমান সূচক অনুযায়ী এখনও বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবেই পরিগণিত হচ্ছে; অর্থাৎ, এদেশের মর্যাদা নিম্ন আয়ের 'মিসকিন' থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের 'মিসকিন'-এ উন্নীত হয়েছে। মৌলিকভাবে ত্রুটিযুক্ত এই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কখনোই আমাদের সমস্যাসমূহের কার্যকর সমাধানে সক্ষম নয়। সুদ, ফটকামূলক-মূলধন ও পুঁজিবাজার, অবাধ কাগুজে মুদ্রা ও মুদ্রানীতি, অনিয়ন্ত্রিত দুর্নীতি – এসবকিছুই অল্পকিছু মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে অগাধ সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার মূল কারণ।

হে মুসলিমগণ, যেখানে ইসলাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আপনাদের রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ সকলক্ষেত্রে বিশ্বপরাশক্তিতে পরিণত হওয়ার কথা সেখানে বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী আপনাদেরকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের স্বপ্ন দেখাচ্ছে! সুতরাং, আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর**, আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে খিলাফতে রাশিদাহ্'র নেতৃত্বে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করুন। খিলাফত জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণকে নিশ্চিত করবে এবং বন্টনের উপর গুরুত্ব দিয়ে সমাজে সম্পদের অবাধ সঞ্চালনকে নিশ্চিত করবে যাতে অর্থনীতি গতিশীল ও উর্ধ্বমূখী হয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

"যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তশালী কেবল তাদের মধ্যে পুঁজীভূত না হয়" [সূরা আল-হাশর:৭]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ